দৈনিক জনকণ্ঠ

FEB. 06 2002

আরেক সিমি কাহিনী

শিক্ষকের জ্বালাতন সইতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিল ইন্দ্রানী

গৌরাঙ্গ নন্দী/মোজাম্মেল হোসেন মুন্না, মোল্লাহাট থেকে ॥ আত্মাহুতি দিয়ে লোকলজ্জার জ্বালা জুড়িয়েছে পঞ্চদশী ইন্দ্রানী শিকদার। সুন্দরী, সুশ্রী এই তরুণীর এবারে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার কথা ছিল। স্কুলের এক শিক্ষক তাকে উত্ত্যক্ত করত– এই অভিযাগ করেও সে কোন প্রতিকার পায়নি। অথচ তাকেই এক পর্যায়ে নষ্টা হিসাবে অভিযুক্ত করা হলো। ইন্দ্রানী এই অভিযোগ সইতে পারেনি। সইতে পারেনি নানাজনের নানা তির্যক, কটু মন্তব্য। অবশেষে মৃত্যুকে বরণ করে সে দ্বিতীয় সিমি কাহিনী রচনা করেছে। মোল্লাহাট উপজেলার এই ঘটনা এলাকায় ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি করেছে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের বিচার চাওয়া হয়েছে।

(২- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

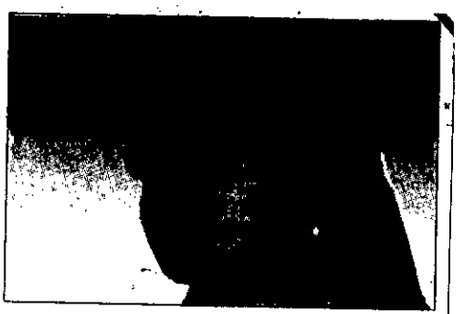

ইন্দ্রানী শিকদার

শিক্ষকের জ্বালাতন সইতে

(প্রথম পাতার পর)

মোল্লাহাটের কচুড়িয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী ইন্দ্রানী শিকদার। সুশ্রী হওয়াটাই যেন তার অপরাধ। উপজেলা সদর হতে ৭/৮ কিলোমিটার দূরের গ্রামের বাড়িতেই তার শিশু বয়স কেটেছে। সেখানেই সে বড় হয়ে উঠেছে। পাশের গ্রামের হাইস্কুলে তার মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা শুরু হয়। লেখাপড়ার পাশাপাশি নানা ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও সে অংশ নিত। হাতের লেখা ছিল চমৎকার। জাতীয় পর্যায়ে হাতের লেখায় সে দুই দুইবার পুরস্কৃতও হয়েছে। পড়াশোনায়ও ছিল ভাল। বিজ্ঞান শাখায় সে পড়াশোনা করত। পড়াশোনায় ভাল করার জন্যই ইন্দ্রানী একজন বিজ্ঞান শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়ত। বিএসসি শিক্ষক তুষার হীরা তাকে পড়াত। এই শিক্ষকই তাকে উত্ত্যক্ত করত। ব্যক্তিগত জীবনে বিবাহিত হীরা ইন্দ্রানীকে নানা অশোভন কথাও বলত। সামাজিকতার ভয়ে সে প্রথম প্রথম এ কথা কাউকে বলেনি। কিন্তু একটি পর্যায়ে বিষয়টি অসহ্য হয়ে যায়। সে প্রধান শিক্ষকের কাছে নালিশ করে। যথারীতি তার অভিযোগ অগ্রাহ্য হয়। উল্টো তাকেই সংযত হতে বলা হয়। এই ঘটনাই শত ফণা তুলে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাকে ও শিক্ষককে জড়িয়ে নানা অশোভন কথার ডালপালা ছড়াতে থাকে। গুজব বাড়তে থাকে এলাকায়। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী মেয়েটির দিকে নিন্দার তীর ছুটতে থাকে। ১৯ জানুয়ারি এই ঘটনায় ইন্দ্রানীকে চূড়ান্ত অপমান করা হয়। রাগে ক্ষোভে দুঃখে সে আত্মপীড়ায় পুড়তে থাকে। স্কুল থেকে ফেরার আগে সহপাঠীদের সঙ্গে কথা বলে, তাদের কাছ থেকে বিদায় নেয়। আর কোনদিন তাদের সঙ্গে দেখাও হবে না বলে সে জানিয়ে আসে। সহপাঠীরা কথাটি তখন গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু পরদিন ২০ জানুয়ারি সকালে নতুন জামা-কাপড় পরে নিজ ঘরে বিষপান করে ইন্দ্রানী চিরতরে হারিয়ে যায়।

ইন্দ্রানীর মা শোভা শিকদার, ঠাকুরমা সুপ্রভা সরকার এটাকে হত্যাকাণ্ড বলে অভিহিত করেছে। তার সহপাঠীরাও মনে করে শিক্ষকের উৎপীড়নেই ইন্দ্রানী আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। সহপাঠীরা ক্ষুব্ধ হয়ে একদিন ক্লাস বর্জন করেছে। তারা এই ঘটনার বিচার দাবি করেছে, দায়ী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক সাজা চায়। এই ব্যাপারে স্কুলের প্রধান শিক্ষক রসময় মণ্ডল চার সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন বলে জানিয়েছেন।